ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক "বাংলাদেশে ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর প্রকল্প বাস্তবায়ন" এবং "DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo 2013" আয়োজন উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর বক্তব্য (মে ২৫, ২০১৩, দুপুর ১২:০০ ঘটিকা, স্থান ঃ ডিসিসিআই মিলনায়তন)।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উপস্থিত সাংবাদিকবন্ধুগণ; এবং
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক সম্ভাব্য ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর প্রকল্প এবং এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে "DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo 2013" আয়োজন উপলক্ষ্যে আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা জানেন, বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে শিল্প উৎপাদন বাড়িয়ে জিডিপিতে এর অবদান বর্তমানের ২৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ডাবল ডিজিটে উন্নীতকরণ প্রয়োজন। এ ছাড়া সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০১৫ সালের মধ্যে ৬১.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জণের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে।

দেশে কর্মসংস্থান তৈরী করতে হলে উদ্যোক্তা তৈরীর বিকল্প নেই এবং ঢাকা চেম্বার এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে চায়। কারণ বাংলাদেশে তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেকেই হতাশাগ্রস্ত। এ কারনে সারা বিশ্বের মধ্যে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই নেতিবাচক। **যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ রিসার্চ এসোসিয়েশন (জিইআরএ) এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে তরুন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের ৭২ শতাংশ মনে করে তারা ব্যর্থ হবে।**

ব্যবসা এবং বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে বাংলাদেশে অনেকেই অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাদের জমানো অর্থ জমি ক্রয়, ইমারত নির্মাণসহ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করছে। ফলে আমাদের জমির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ না হওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী না হওয়ায় দেশে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। **ঢাকা চেম্বারের ২০০০ নতুন তরুন উদ্যোক্তা তৈরীর প্রধান লক্ষ্য হলো যাদের উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ, শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান রয়েছে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করা।**

আমরা মনে করি উৎপাদনশীলখাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমেই ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। আমরা মনে করি, এখনই উদ্যোগ গ্রহণের উপযোগী সময়। তাই ঢাকা চেম্বার এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে একটি কার্যকর এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আপনারা জানেন দেশের শিল্প উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নানামুখী সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা ঢাকা চেম্বারের ঐতিহ্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ২০০০ নতুন

উদ্যোক্তা তৈরী এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশা করি ঢাকা চেম্বারের এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী ও কার্যকরী উদ্যোগ এবং সৃষ্টিশীল কাজে অনেকেই অনুপ্রাণীত হয়ে ভবিষ্যতে এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসবেন।

আগামী জুন - অক্টোবর, ২০১৩ সময়ে বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রচারণার মাধ্যমে বিভিন্ন খাত অনুযায়ী এ উদ্যোক্তা তৈরী করা হবে এবং ২০০০ নতুন উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে "DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo 2013" দুই দিন ব্যাপী আয়োজনের মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৈদেশিক মিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এই মহা আয়োজনকে সাফল্যমন্ডিত করতে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

মূল লক্ষ্যসমূহ ঃ

১. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরী, তাদের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী ও দেশের শিল্পোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা;
২. দ্যোক্তাদের জন্য এমন একটি প্লাটফর্ম তৈরী করা যেখানে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে, ব্যবসা সম্পর্কিত বাধা-প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার ব্যবস্থা এবং এ লক্ষ্য অর্জনে ঝুঁকি মোকাবিলার ক্যাপাসিটি তৈরী করা;
৩. দেশে ও বিদেশে ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী/ ঘটনা এবং success story নতুন উদ্যোক্তাদের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;
৪. দেশের বেকারত্ব সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ এবং প্রশমনের উদ্যোগ/ উপায় বের করার লক্ষ্যে সফল নতুন উদ্যোক্তা তৈরী করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা;
৫. দেশের স্বনামধন্য চেম্বার ও ট্রেড বডি, খাত ওয়ারী এসোসিয়েশন, এনজিও এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্যোক্তা তৈরীতে উৎসাহিত করা।

উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ঃ

দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে সদ্য শিক্ষাজীবন শেষ করে যে সকল ছাত্র/ছাত্রী নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক এবং তরুণ সম্প্রদায় যারা উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নতুন কিছু করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে ইচ্ছুক ঐসকল তরুন সম্প্রদায় আমাদের এ আয়োজনের টার্গেট গ্রুপ। এছাড়া নিম্নে উল্লিখিত ক্যাটাগরী থেকে প্রকল্প আহ্বান করা হবে।

- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র;
- কর্মজীবি ও পেশাজীবি;
- উদ্যোক্তা ও তরুণ উদ্যোক্তা;
- মহিলা উদ্যোক্তা;
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী;
- সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, কৃষি, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, রিয়েল এষ্টেট এবং পরিবেশ খাতের পেশাজীবী।

নতুন/ অভিনব শিল্প খাতসমূহ ঃ

নিম্নের শিল্প খাতগুলোতে সফল গবেষণা ও অভিনব প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায়ীক সাফল্য আসবে বলে ঢাকা চেম্বার আশা করে ঃ

- শিক্ষা
- স্বাস্থ্য (Pharmaceutical/Medical/Vaccine/Chemical
- অবকাঠামো ও যোগাযোগ
- Solar energy, Renewable Energy, Alternative Energy, Bio-gas
- ফ্যাশন ডিজাইনিং, ব্রান্ডিং ও মিডিয়া
- Cosmetics/Beauty/Herbal/ Fashion and Accessories
- স্থাপত্য ও কারু শিল্প
- Environment/Waste Management (Bio-Security, Re-cycling, Clean Development Mechanism)
- আইটি, আইটিইএস, আউট র্সোসিং এবং ই-কমার্স (Software, Hardware, Security, Games/Apps, Animation, Information Database, National Digital Network, Antivirus)
- ইলেকট্রনিকস ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
- কৃষি এবং কৃষিজাত পণ্য ও সেবা (Green Harvest, Dairy, Poultry, Fisheries, Frozen Food)
- Export

সমগ্র দেশের বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণ ঃ

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, ঢাকা চেম্বার দেশের ৬৪ টি জেলায় নতুন/ অভিনব প্রকল্প খুঁজে বের কারার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। এ প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে ডিসিসিআই ৬৪টি জেলায় জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রেসক্লাবসমূহ, স্থানীয় চেম্বারসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সহযোগীতা নিয়ে নতুন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক খাত তৈরীর প্রচারণা চালাবে। এছাড়াও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, রির্সাচ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষার্থীদের নিকট হতেও প্রকল্প আহ্বান করা হবে। আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ অনলাইনের মাধ্যমে তাদের প্রকল্প প্রেরণ করবেন এবং নির্বাচিত প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য "DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo 2013" - এ মহাআয়োজনে তা প্রদর্শন করবেন। সকল উদ্যোক্তা ও প্রকল্পের রুপরেখা ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে।

২০০০ উদ্যোক্তা তৈরীর প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে আয়োজিতব্য "DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo 2013" সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়	ঃ	জুন-অক্টোবর, ২০১৩
আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু	ঃ	১৫ জুন, ২০১৩
Expo আয়োজনের ভেন্যু	ঃ	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টার (বিআইসিসি)
Expo আয়োজনের তারিখ	ঃ	১-২ নভেম্বর, ২০১৩
উদ্বোধন	ঃ	মহামান্য রাষ্ট্রপতি অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রকল্প	ঃ	২০০০
সিলেকশন রাউন্ড	ঃ	বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা
ফাইনাল রাউন্ড	ঃ	ঢাকা
দর্শনার্থীপ্রবেশ	ঃ	বিনামূল্যে

নতুন তৈরীকৃত উদ্যোক্তাদের প্রদেয় সুবিধা ঃ

নতুন উদ্যোক্তাদের প্রকল্প সংরক্ষণের পাশাপাশি ঢাকা চেম্বার তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে তা উদ্যোক্তাদের উপস্থাপিত প্রকল্প অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে। ঢাকা চেম্বার দৈনন্দিন মনিটর ও পরামর্শ প্রদান করে সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে।

এ এক্সিবিশনে দেশের স্বনামধন্য প্রশিক্ষক, Motivator and Mentors দের মাধ্যমে বিভন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন Parallel Session আয়োজনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত ও গাইড লাইন প্রদান করা হবে। এছাড়াও ২০০০ উদ্যোক্তাদের মধ্য হতে সবচেয়ে ভালো প্রকল্পগুলোর জন্য বিশেষ করে যেগুলো বেশী হারে কর্মসংস্থান তৈরীতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

ঢাকা চেম্বার মনে করে যে, এই মহতী উদ্যোগ আমাদের দেশের শিল্পে প্রবৃদ্ধি, জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জাতীয় জিডিপিতে ইতিবাচক ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সারা দেশে ২০০০ উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে ডিসিসিআই কর্তৃক "Entrepreneurship & Innovation Expo 2013" মহা আয়োজনের এ উদ্যোগ বাংলাদেশ ও বর্হিবিশ্বে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে আমি আশা করি।

এ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই বিশাল কর্মকান্ড সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য ঢাকা চেম্বার দেশবাসী এবং দেশের বিভিন্নি সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানীসমূহের সহযোগীতা আশা করছে। এ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি ঢাকা চেম্বার এর ওয়েব সাইটে (www.dcci.org.bd) আগামী ১৫ জুন হতে সবার জন্য উম্মোক্ত করা হবে।

বিস্তারিত তথ্য, আবেদন প্রক্রিয়া, প্রজেক্ট সাবমিশন এবং সর্বশেষ আপডেট এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উল্লেখিত ওয়েব সাইটে নিয়মিত ভিজিট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আবারো ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

তারিখ ঃ মে ২৫, ২০১৩